খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক এর ১৫ই মে, ২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

এটি খোদা তা'লার কাজ। তিনিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জ্ঞান এবং তত্ত্বের ভান্ডারে সমৃদ্ধ করে পাঠিয়েছেন এবং সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমাদের কাজ হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় সাহিত্য এবং বই-পুস্তক থেকে বেশি বেশি লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা। যদি আমাদের হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর পুস্তকাবলী পড়ার প্রতি মনোযোগ কম থাকে তবে এখন বেশী মনোযোগ সৃষ্টি হওয়া উচিত।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত জুমুআয় আমি বলেছিলাম যে, পাঞ্জাব সরকার জামাতের কিছু পত্র-পত্রিকা এবং বই-পুস্তকের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে যে, এগুলো ছাপানো যাবে না বা প্রদর্শন করা যাবে না আর সেখানকার কোন কোন পত্র-পত্রিকায়ও এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আজকাল মোবাইলে ছবি উঠিয়ে বার্তা প্রেরণের যে বিভিন্ন মাধ্যম আছে সেগুলো ব্যবহারের কল্যাণে কয়েক মিনিটের মাঝে সংবাদ পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়। মানুষ এগুলো শুনে এবং দেখে অনেকেই আমাকেও পত্র লিখে এবং ফ্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই কথাগুলো নতুন কোন বিষয় নয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এ সকল ধ্বজাধারী আলেমদের কথায় এমন কার্যকলাপ পূর্বেও হয়েছে আর সর্বদাই হয়ে থাকে। আদি থেকে অর্থাৎ যখন থেকে জামাতে আহমদীয়ার সূচনা হয়েছে তখন থেকেই এরা এমন আচার-আচরণ প্রদর্শন করে আসছে এবং করতে থাকবে। তাদের এমন কর্মকান্ডে পূর্বেও জামাতের কখনও কোন ক্ষতি হয় নি আর ভবিষ্যতেও হবে না ইনশাআল্লাহ্। আর এরা ক্ষতি করতেও পারবে না। আর কোন মা সেই সন্তানের জন্ম দেয় নি যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঐশী মিশনকে এ সমস্ত কথার মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে। যে সমস্ত সরকার এ সকল ধ্বজাধারী আলেম এবং তাদের পথ পানে চেয়ে থাকে তাদের জন্য আহমদীয়াতের উন্নতি দেখে হিংসা প্রকাশের কোন অজুহাত চাই। এই হিংসার ক্ষেত্রে এরা এমন অন্ধত্বের শিকার যে, এদের কান্ডজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় এবং বাহ্যত শিক্ষিত মানুষ হয়েও এরা অজ্ঞদের চেয়ে অধিক ঘৃণ্য আচরণ প্রকাশ করে। এরা কখনও এটি জানার বা দেখার চেষ্টা করেনি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কীভাবে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা ও মহিমা তুলে ধরেছেন? আর আহমদীয়া জামাতের সাহিত্যে এগুলো কত আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়? ন্যায়পরায়ণ মুসলমানগণ, তারা আরব হোক বা পৃথিবীর অন্য কোন জাতিগোষ্ঠিভূক্ত হোক না কেন তারা যখন দেখে যে, সত্য কী? জামাতের বই-পুস্তক এবং সাহিত্য দেখে যখন তাদের সামনে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায় তখন তারা আশ্চর্য হয় যে, এসব নামধারী বা নাম সর্বস্ব আলেম যারা ইসলামের পতাকাবাহী হওয়ার দাবিদার তারা কীভাবে প্রতারণা এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর শিক্ষা এবং রচনাবলীকে বিকৃত আকারে উপস্থাপন করে এবং করে চলেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা এবং ইসলামের আকর্ষনীয় শিক্ষার মাকাম এবং মাহাত্ম্য কীভাবে বর্ণনা করেছেন বা তুলে ধরেছেন এটি দেখে যারা এখনও আহমদী হয়নি তারাও আমাদের টেলিভিশনে যেসব লাইভ বা সরাসরি অনুষ্ঠান হয় তাতেও এবং পত্র মারফতেও বেশির ভাগ সময় এ কথা স্বীকার করে যে, এই মহান মাকাম এবং মর্যাদার কথা এখন আমরা অবগত হয়েছি নতুবা এ সকল আলেমরা তো আমাদেরকে অজ্ঞতার পর্দাতেই আচ্ছন্ন রেখেছিল। তখন মানুষের সামনে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আহমদীয়াতের শত্রুতায় এরা জেনেশুনে বা অবচেতন মনে মহানবী (সা.) এবং ইসলামকে দুর্নাম করার কারণ হচ্ছে।

যাহোক এসব আলেমদের তো ধর্মই হলো, শত্রুতা এবং নৈরাজ্য। তাই এরা কখনও সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করবে না তা সরল প্রাণ মুসলমানরা যতই এর ফলে বিকৃতির স্বীকার হোক না কেন। যাহোক তাদের কাজ তারা করে যাবে বা করতে থাকবে কেননা তাদের জন্য ধর্মের চেয়ে অধিক মাথা ব্যথা হলো ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে। কিন্তু চিরাচরিতভাবে এ সকল বিরোধীদের এমন আচরণ আমাদের ঈমানে উজ্জ্বল্য সৃষ্টির জন্য এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য সার হিসেবে কাজ করা উচিত। যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পাঠের প্রতি পূর্বে কম মনোযোগ থেকে থাকে তাহলে এখন সেই মনোযোগ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

পাঞ্জাব সরকারের বাধা আর কি, সারা পৃথিবীর সরকারও যদি বাধা সৃষ্টি করে তবুও এ কাজ ব্যহত হতে পারে না। কেননা এটি এমন কাজ নয় যা মানবীয় প্রচেষ্টায় হচ্ছে। এটি খোদা তা'লার কাজ। তিনিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জ্ঞান এবং তত্ত্বের ভান্ডারে সমৃদ্ধ করে পাঠিয়েছেন এবং সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা সবসময় এটিই দেখেছি

যে, বড় বড় বাধা এবং বিরোধিতার পর জামাত আরো বেশি উন্নতি করেছে। আমাদের বিরুদ্ধে এরা যে পদক্ষেপ নেয়ার আত্মপ্রসাদ নিচ্ছে এটি বড় তুচ্ছ একটি বাধা বা প্রতিবন্ধকতা। আমাদের যতই চাপা দেয়া হয় ততই খোদা তা'লা আমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধি করেন। ইনশাআল্লাহ্ এখনও ভালো ফলাফল সামনে আসবে। তাই দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বেশি চিন্তা এবং দুশ্চিন্তার প্রয়োজন এই কারণে নেই যে, এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলী পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছাপানো হচ্ছে, আমাদের ওয়েবসাইটেও রয়েছে আর অডিওতেও কিছু বই-পুস্তক রয়েছে। বাকিগুলোও ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। এমন এক যুগ ছিল যখন এই দুশ্চিন্তা ছিল যে, আমাদের প্রকাশনার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপিত হলে ক্ষতি হতে পারে। এখন তো আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় জ্ঞান এবং তত্ত্বের ভান্ডার বায়ূমন্ডলেই বিরাজমান রয়েছে। একবার ক্লিক করলেই তা আমাদের সামনে এসে যায়। আমাদের কাজ হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় সাহিত্য এবং বই-পুস্তক থেকে বেশি বেশি লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা। আমি ভেবেছি এখন থেকে এম টি এ-তেও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর জন্য দরসের সময় পূর্বের চেয়ে বেশি ব্যায় করা হবে। এভাবে পাকিস্তানের শুধু একটি প্রদেশের আইনের কারণে সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত আহমদীদের উপকার হবে। প্রত্যেক বাধা এবং বিরোধিতা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে আর নতুন রাস্তা এবং মাধ্যমের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। আর ইনশাআল্লাহ্ এটিও হবে যে, শুধু মূল ভাষাতেই বই-পুস্তক ছাপানো হবে না বা মূল ভাষাতেই দরস প্রদান করা হবে না বরং অনেক জাতির বা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির স্থানীয় ভাষাতেও এই তথ্য সামনে এসে যাবে। তাই কারো হৃদয়ে যদি কোন প্রকার দুশ্চিন্তা থেকে থাকে, মানুষ আমাকে লিখে তাই বলতে হচ্ছে যে, তাদেরকে আমি বলবো, মন থেকে দুশ্চিন্তা বের করে দিন। আমাদের সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই যে সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এর ফলে একটা কথা স্পষ্ট আর এটি বড় স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে এবং পূর্বেও আসতো যে, এরা যে দাবি করে যে, তারা রসূল প্রেমে অনেক এগিয়ে আছে আর ইসলামী শিক্ষার তারা অনেক বড় পতাকাবাহি তাই তারা আমাদের বিরোধিতা করে, এরা ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে জামাতের সাহিত্য কখনও পড়েওনি আর পড়ার চেষ্টাও করেনি। সচরাচর আমাদের পক্ষ থেকে এদের দাবির স্বরূপ এবং প্রকৃত চেহারা তাদের সামনে তুলে ধরা হয়ে থাকে কিন্তু আমি ভেবেছি আজও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী বা লেখনীর আলোকে যাতে আমাদের বিরোধীদের ধারণা অনুসারে নাঊযুবিল্লাহ্ ইসলাম এবং মহানবী (সা.) এর পদমর্যাদা পরিপন্থী কথা লেখা হয়েছে, তাঁর শিক্ষার পরিপন্থী কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বা এতে ঘৃণা ও মর্মপীড়াদায়ক কথা রয়েছে, এগুলো থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি তুলে ধরব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মাকাম এবং মর্যাদা সম্পর্কে যা লিখেছেন সেই বিষয় অতি বিস্তৃত আর আশ্চর্য হতে হয় যে, রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে ভালবাসার বা প্রেমের দাবিদার কোন ব্যক্তি এগুলো শুনে বা পাঠ করেও কীভাবে নিজের চোখ এবং কান বন্ধ করে রাখতে পারে। যাহোক এসব ধ্বজাধারি আলেমদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু এমন সহস্র সহস্র মানুষ যারা এম টি এ-র মাধ্যমে আমাদের কথা শোনে তাদের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য বা খোলাসা করার জন্য এবং আহমদীদের অন্তরাত্মাকে আলোকিত করার জন্য ও এর সঠিক উপলব্ধি সৃষ্টি করার জন্য আমি কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরব।

যেমন প্রথমেই খোদা তা'লার প্রশংসা এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণের যে চিত্তাকর্ষক পন্থা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অবলম্বন করেছেন এ সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলেন যে, হে আমার প্রভু! সহস্র সহস্র কৃতজ্ঞতার অর্ঘ তোমারই প্রাপ্য। তুমি আমাদের তোমাকে চেনার রাস্তা নিজেই দেখিয়েছ এবং তোমার পবিত্র গ্রন্থাবলী অবতীর্ণ করে চিন্তা-চেতনার ভুল ও ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছ। দরুদ এবং সালাম হযরত সাইয়্যেদুর রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং তাঁর বংশ ও সাহাবীদের প্রতি যার মাধ্যমে খোদা তা'লা এক পথ ভ্রষ্ট জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। তিনি তত্ত্বাবধায়ক এবং হিতসাধনকারী রসূল যিনি পথভ্রষ্ট সৃষ্টিকে পুনরায় সঠিক পথে এনেছেন। তিনি অনুগ্রহকারী এবং অনুগ্রহের মূর্ত প্রতীক যিনি মানুষকে শির্ক এবং প্রতিমার নোংরামি থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আলো এবং আলো বিচ্ছুরনকারী যিনি একত্ববাদের জ্যোতিকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন। তিনি জ্ঞানী এবং যুগের চিকিৎসক যিনি বিকৃত হৃদয়কে আবার সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বদান্যশীল এবং বদান্যতার মূর্ত প্রতীক যিনি মৃতদেরকে জীবন শুধা পান করিয়েছেন। তিনি রহীম এবং দয়ালু যিনি উম্মতের দুঃখে দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন এবং বেদনা সহ্য করেছেন। তিনি পরম সাহসী এবং পালোয়ান যিনি মৃত্যুর মুখ থেকে আমাদেরকে টেনে এনেছেন। তিনি সেই সহনশীল ও নিঃস্বার্থ মানুষ যিনি খোদার দাসত্ব করতে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়েছেন আর স্বীয় সত্তাকে মাটিতে মিশিয়েছেন। তিনি কামেল একত্ববাদী এবং তত্ত্বজ্ঞানের সমুদ্র যার কাছে খোদার প্রতাপই ছিল পরম প্রিয় এবং বাকি সবাইকে যিনি নিজের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি রহমান খোদার শক্তির নিদর্শন যিনি নিরক্ষর হয়েও ঐশী জ্ঞানে সবার ওপর জয়যুক্ত হয়েছেন আর সকল জাতিকে তাদের ভুল-ভ্রান্তির জন্য অভিযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন।

রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র চরিত্র সমস্যা কবলিত অবস্থায় এবং বিজয়ের যুগে কেমন ছিল সেই সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন,

নবী এবং ওলীদের সত্তার উদ্দেশ্য হলো সকল চারিত্রিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে মানুষ তাদেরকে অনুসরণ করবে আর যে সমস্ত বিষয়ে খোদা তা'লা তাদেরকে অবিচলতা দান করেছেন সকল সত্যসন্ধানী যেন অবিচলতার সেই পথে পদচারণা করে বা সেই পথে চলার চেষ্টা করে। আর এটি অতি স্পষ্ট কথা যে, কোন মানুষের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী তখনই প্রমাণের পর্যায়ে পৌঁছে যখন তা নিজ সময়ে প্রকাশ পায়। সকল চারিত্রিক গুণ প্রকাশের একটি সময় থাকে। নিজ সময়ে প্রকাশ পেলেই সেটি প্রমাণিত হয় আর তখনই মানুষের হৃদয়ের ওপর এর প্রভাব পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মার্জনাকে নিন। এটি তখনই নির্ভরযোগ্য এবং প্রশংসনীয় যখন প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি থাকে। প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি থাকলেও যদি ক্ষমা করা হয় তাহলেই এই বৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয়। আর সেই পরহেযগারীই নির্ভরযোগ্য যা প্রবৃত্তির পুজা করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বলবৎ থাকে বা অক্ষুন্ন থাকে। এক কথায় নবী এবং ওলীদের ব্যাপারে খোদার ইচ্ছা হলো তাদের সকল প্রকার চারিত্রিক গুণ প্রকাশ করা এবং তা প্রমাণের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া। আল্লাহ্ তা'লা এই ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য তাদের জ্যোতির্মন্ডিত জীবনকে দু'ভাগে ভাগ করেন। একটি অংশ সংকীর্ণতা এবং সমস্যার মাঝে অতিবাহিত হয় আর সকল অর্থে তাদেরকে দুঃখ কষ্টের মুখে ঠেলে দেওয়া হয় ও কষ্ট দেয়া হয় যেন তাদের সেই উন্নত চরিত্র প্রকাশ পেতে পারে যা ভয়াবহ সমস্যা ছাড়া কোনভাবে প্রকাশিত হতে পারে না বা প্রমাণিত হতে পারে না।

নবী এবং ওলীদের বিজয়ের দ্বিতীয় অংশ বিজয়, সৌভাগ্য ও সম্পদের মাঝে পরম পর্যায়ে থাকে যেন তাদের সেই নৈতিক চরিত্র প্রকাশ পায় যা প্রকাশের জন্য বিজয়ী হওয়া, সৌভাগ্যবান হওয়া, সম্পদশালী হওয়া এবং ক্ষমতাবান হওয়া বা ক্ষমতাশীল হওয়া ও শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক কেননা স্বীয় দুঃখ-কষ্ট বা তাদের অন্যায় ক্ষমা করা, যাতনাদাতাদের মার্জনা করা আর নিজের শত্রুদের ক্ষমা করা, দূরভীস্বন্ধিবাজদের কল্যাণ চাওয়া, সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন না হওয়া, সম্পদ পেয়েও অহংকারী না হওয়া, সম্পদশালীতায় কার্পন্য না করা, বদান্যতা এবং দানশীলতার দ্বার উন্মুক্ত করা, সম্পদকে প্রবৃত্তি পূজার মাধ্যম না করা, ক্ষমতা হাতে আসলে ক্ষমতাকে যুলুম এবং অত্যাচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করা, এ কারণে যুলুম এবং অত্যাচার না করা এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমন যা প্রমাণের জন্য সম্পদশালী হওয়া এবং ক্ষমতাবান হওয়া হলো শর্ত। এটি তখনই প্রমাণের মার্গে পৌঁছে যখন ক্ষমতা এবং সম্পদ উভয়টি মানুষের হস্তগত হয়। সুতরাং সমস্যা, অবনতি আর সম্পদ ও ক্ষমতার যুগ ছাড়া এই উভয় প্রকার চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশ পেতে পারে না।

এক কথায় দানশীলতা, উদারতা ও সম্পদের প্রতি বিমুখতা, বীরত্ব, সাহসিকতা এবং খোদাপ্রেম সংক্রান্ত সকল উন্নত নৈতিক গুণাবলী আল্লাহ্ তা'লা খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর মাঝে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পূর্বেও কখনও প্রকাশ পায়নি আর ভবিষ্যতেও প্রকাশিত হবে না।

তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই পবিত্র সত্তার ওপর এই সকল অর্থে ওহী এবং রিসালাতকে সমাপ্ত করেছেন অর্থাৎ সকল উৎকর্ষ গুণাবলী এই উদার সত্তায় পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে। "ওয়া হাযা ফায্লুল্লাহি ইউ'তীহি মাঁইয়াশা"।

এরপর মহানবী (সা.)-এর ভালবাসা এবং তাঁকে অনুসরণ করা মানুষকে খোদার প্রিয়ভাজন করে এই কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কাউকে ভালবাসার জন্য যে শর্ত নির্ধারণ করেছেন তা হলো এমন ব্যক্তির মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ।

এরপর মহানবী (সা.) সর্বাধিক কামেল এবং পূর্ণ নবী এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন যে,

সেই মানব যিনি নিজ সত্তায়, নিজ গুণাবলীতে, তাঁর কাজে, কর্মে, তাঁর আধ্যাত্মিক এবং পবিত্র শক্তিবৃত্তির প্রবল বেগে প্রবাহমান সমুদ্রের মাধ্যমে জ্ঞান, কর্ম, সাধুতা ও দৃঢ়তায় সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং পূর্ণ মানব অভিহিত হয়েছেন। সেই মানব যিনি সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ এবং সর্বোৎকৃষ্ট নবী ছিলেন এবং কামেল বরকত সহকারে এসেছেন। যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ও পুনরোত্থান সংঘটিত হওয়ায় পৃথিবীতে প্রথম কিয়ামত প্রদর্শিত হয়েছে এবং এক মৃত জগত পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই কল্যাণমন্ডিত নবী হচ্ছেন খাতামুল আম্বীয়া, ইমামদের ঈমাম, খাতামুল মুরসালীন, ফখরুন নবীয়ীন জনাব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।

এরপর রসূলে করীম (সা.)-এর কতক অনুগ্রহরাজির কথা বলতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

তিনি আমাদের জন্য এমন এক রসূল (সা.) প্রেরণ করেছেন যিনি অতি উদার। সমস্ত কল্যাণকর বিষয়ে পরাকাষ্ঠা তাঁরই। উৎকর্ষের ক্ষেত্রে সকল অর্থে সকল ভাবে তিনিই অগ্রগামী। সকল নবী এবং রসূলদের তিনি খাতাম। উম্মুল কুরা বা মক্কায় আগমনকারী প্রতিশ্রুত নবী যিনি সত্যিকার অর্থে মুহাম্মদ (সা.) কেননা তাঁর হাতে কল্যাণমন্ডিতরা সবসময় তাঁর প্রশংশায় পঞ্চমুখ থাকে। তিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকেও পূর্ণ প্রশংসার যোগ্য কেননা তিনি উম্মতের জন্য চরম দুঃখ ও কষ্ট শিরোধার্য করেছেন আর ধর্মের অট্টালিকাকে সুউচ্চ ও সমুন্নত করেছেন। আর তিনি আমাদের জন্য এক প্রদীপ্ত গ্রন্থ এনেছেন। এ কারণেও যে, খোদা তা'লার পয়গাম এবং বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাকে বিভিন্ন প্রকার কষ্টের লক্ষ্যে পরিণত হতে হয়েছে আর এ কারণেও যে, পূর্বের বিভিন্ন গ্রন্থে যে বিষয়গুলো অসম্পূর্ণ ছিল তা তিনি সম্পূর্ণ করেছেন

আর আমাদেরকে বাড়াবাড়ি বা বাড়তি ও ঘাটতি থেকে এবং অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত এক পবিত্র শরীয়ত দিয়েছেন এবং নৈতিকতাকে উৎকর্ষতায় পৌঁছিয়েছেন।

এরপর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পদমর্যাদা এবং খাতামিয়্যাতের কল্যাণ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.) খোদা তা'লার নবী ও রসূল আর মহানবী (সা.)-এর ধর্ম সকল ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর আমরা এ কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামুল আম্বিয়া। তাঁর পর কেবল সেই নবীই আসতে পারে যার তরবিয়্যত কেবল তাঁর কল্যাণরাজির মাধ্যমেই হবে এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর অধীনে তিনি আসবেন এছাড়া আর কোন নবী আসতে পারে না। খতমে নবুয়্যতের অর্থ হলো নবুয়্যতের পরাকাষ্ঠা আমাদের নবী যিনি নবী এবং রসূলদের মাঝে শ্রেষ্ঠ তাঁর সত্তায় সমাপ্ত হয়। আর আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, তাঁর পর সেই নবীই আসতে পারে যিনি তাঁর উম্মত থেকে হবেন, তাঁর পূর্ণ অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যিনি পুরো কল্যাণরাজি তাঁর আধ্যাত্মিকতা থেকেই লাভ করে থাকবেন এবং তাঁর জ্যোতিতেই আলোকিত হবেন আর এছাড়া আর কোন নবী আসতে পারে না।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, এখন একমাত্র শাফী বা যোজক হলেন মহানবী (সা.)। তিনি বলেন,

আদম সন্তানের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে এখন কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ নেই আর সমস্ত আদম সন্তানের জন্য মহানবী (সা.) ছাড়া অন্য কোন শাফী বা যোজক নেই।

তাই তোমরা এই ঐশ্চর্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তোলার চেষ্টা কর। কোনক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে না যেন তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হতে পার। মনে রেখ, নাজাত এমন কোন বিষয় নয় যা কেবল মৃত্যুর পর প্রকাশ পায় বরং প্রকৃত নাজাত সেটি যা এই পৃথিবীতেই স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে? সে-ই যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'লা সত্য আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে মধ্যবর্তী শাফী বা যোজক। আকাশের নিচে তিনিই সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মাঝে শাফী এবং শাফায়াতকারী আর আকাশের নিচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নেই এবং পবিত্র কুরআনের সমমর্যাদার অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। আল্লাহ্ তা'লা অন্য কারও জন্য চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেননি কিন্তু তাঁর মনোনীত এই নবী চিরকালের তরে জীবন্ত।

তো এই কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি সেই সকল অগণিত উদ্ধৃতির মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মাকাম এবং মর্যাদা সম্পর্কে লিখেছেন। একইভাবে ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষা সম্পর্কেও এক ধনভান্ডার তিনি (আ.) রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তা থেকে সমধিক কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন আর ইসলামের ধ্বজাধারী ও পতাকাবাহীদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা বিবেক বুদ্ধি দিন যেন মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের কথা তারা শোনে আর জনসাধারণকে যেন সঠিক পথপ্রদর্শন করতে পারে।

খুতবা শেষে হুজুর আনোয়ার (আইঃ) দুটি জানাজার উল্লেখ করে তাদের সদগুণাবলীর উল্লেখ করেন। প্রথম ব্যক্তি ছিলেন মাননীয় মহম্মদ মুসা সাহেব দরবেশ কাদিয়ান, যিনি ১০ই মে ২০১৫ তারিখে ৯৫ বছর বয়সে কাদিয়ানে ইন্তেকাল করেন। দ্বিতীয় জন হলেন, মাননীয়া সাহেবজাদী আমাতুর রফীক সাহেবা, যিনি ৬ই মে ২০১৫ তারিখে ৮০ বছর বয়সে রাবওয়াতে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে রাজেউন। হুজুর আনোয়ার এই দুই মরহুমীনের পারিবারিক পটভুমি , সদগুণাবলী ও খিদমতের উল্লেখ করে মাগফেরাত ও পদ মর্যাদা উন্নীত করার জন্য দোয়ার আহ্বান করেন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla 15th May 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour,